এখন যে গল্পটি পড়বে সেটি একটি উপকথা বা রূপকথা। রাক্ষস, খোক্কস, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি, পক্ষীরাজ ঘোড়া, কথা-বলা-মাছ—এইসব নিয়ে রূপকথার গল্পে যে-সব ঘটনার কথা থাকে তা সত্যি সত্যি ঘটে না। ইংরেজিতে এদের বলে Fairy Tales। তবে, সেইসব অসম্ভব ঘটনার মধ্য দিয়ে যে কথাটি বলা হয়, তা কিন্তু ঘটে বা ঘটতে পারে।

একটি ভাঙা কুঁড়ে ঘরে এক জেলে আর এক জেলেনি থাকে। জেলে রোজ জাল নিয়ে মাছ ধরতে যা একদিন সে জলে জাল ফেলে বসে আছে। থাকতে থাকতে হঠাৎ জালটা ভয়ানক নড়ে উঠল, দ -টড়ি সব ছিঁড়ে গেল, আর কীসে যেন জালটাকে টেনে নিয়ে চলল সমুদ্রের দিকে। জেলে তাড়াত ছুটে জাল ওঠাতে গিয়ে দেখে, সেটা এমনই ভারী যে তাকে টেনে তুলতেই পারে না। অনেক জাল ডাঙায় তুলে দেখল তাতে প্রকাণ্ড এক বোয়াল মাছ পড়েছে। সেই মাছটা জেলেকে মিনতি বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও। আমি মাছ নই, এক রাজার ছেলে। ডাইনিতে জাদু করে আমা বানিয়ে দিয়েছে। তুমি আমাকে মেরে কী করবে? আমাকে খেতে একটুও ভালো লাগবে না।'

মাছ কথা বলছে দেখে জেলে বেজায় থতমত খেয়ে, তাড়াতাড়ি তাকে জলে ফেলে দি আসতেই জেলেনি জেলেকে জিজ্ঞাসা করল, 'কই আজ বুঝি মাছ-টাছ ধরতে পারনি?'

জেলে বলল, 'একটা মস্ত বোয়াল মাছ ধরেছিলাম। কিন্তু সে কথা বলতে পারে। সে নাকি এক রাজার ছেলে। ডাইনিতে জাদু করেছে। তাই তাকে ছেড়ে দিয়েছি।'

জেলেনি বলল, 'তার কাছে কিছু চাইলে না?'

'চাইব আবার কী?' বলল জেলে।

'কী বোকা তুমি। সে এক রাজার ছেলে, তাকে তুমি ছেড়ে দিয়েছ। তার কাছে কিছু চাইলে সে নিশ্চয় দিত। যাও, আবার যাও। গিয়ে তাকে বল আমাদের এই ভাঙা ঘরটাকে নতুন করে দিতে।'

জেলে আপত্তি করল, 'না, আমার ভয়

করে। আর, তাছাড়া তাকে কোথায় পাব?'

'কেন, জলের ধারে গিয়ে ডাকবে। আর যদি চাইতে ভয় করে তবে বলবে যে আমি চেয়েছি।'

জেলে কিছুতেই যেতে চায় না, জেলেনিও ছাড়বে না। শেষে জেলেকে যেতেই হল।

সমুদ্রের ধারে গিয়ে জেলে ডাকল, 'বোয়াল মাছ, বোয়াল মাছ!'

'কী?' বলে সেই মাছটা অমনি জল থেকে মাথা বের করল।

জেলে ভয়ে ভয়ে বলল, 'জেলেনি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। সে চায় যে তুমি আমাদের ভাঙা ঘরখানিকে নতুন করে দাও।'

'আচ্ছা, তাই হবে।' বলে মাছ টুপ করে ডুবে গেল।

বাড়ি এসে জেলে দেখে, সত্যি সত্যি তার সে ভাঙা ঘর আর নেই। তার জায়গায় সুন্দর নতুন একখানি ঘর হয়েছে।

আর জেলেনি দরজায় দাঁড়িয়ে।

সে আসতেই জেলেনি বলল, 'দেখতো, আমার বুদ্ধিতে কেমন হয়েছে!'

দিন পনেরো বেশ কেটে যায়। তারপর একদিন জেলেনি জেলেকে বলে, 'এ বাড়িটা বড্ড ছোটো, আর এর খড়ের চাল, ভালো বাগানও নেই। তুমি আবার মাছের কাছে যাও। সে আমাদের একটা মস্ত কোঠাবাড়ি করে দিক।'

কিন্তু জেলের ইচ্ছে নেই, সে বলে, 'এখানে ত আমরা বেশ আছি। আবার চেয়ে কী হবে?'

জেলেনি সে কথা শুনল না, তাকে জোর করে পাঠাল। তাই জেলে আবার সমুদ্রের ধারে গিয়ে ডাকল, 'বোয়াল মাছ, বোয়াল মাছ, জেলেনি কী চায় শোন।'

আবার সেই মাছ এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কী চায়?'

জেলে বলল, 'মস্ত বড়ো কোঠাবাড়ি।'

মাছ বলল, 'আচ্ছা তাই হবে।'

বাড়ি ফিরে এসে জেলে দেখে, কুঁড়ে ঘর হয়ে গেছে মস্ত দালান, আর তার চারদিকে কেমন সুন্দর বাগান। জেলেনি বলতে বলতে ছুটে এল, 'ভাগ্যিস আমি জিদ করেছিলাম।'

এমনি করে কিছুদিন যায়। আবার জেলেনি বলে, 'এ বাড়িখানা খুবই সুন্দর। কিন্তু আহা, যদি আমি রানি হতে পারতাম কী ভালোটাই না হত? তুমি আবার মাছের কাছে যাও।'

'এ ভারি অন্যায়! আমরা ত খুব সুখেই আছি। আবার চাওয়া কেন? শেষে মাছ রাগ করবে।'

জেলেনি তবু বলে, 'কী আপদ! একবার গিয়েই দেখ না।'

কিন্তু জেলে এবার কিছুতেই যেতে রাজি হয় না। জেলেনি তার সঙ্গে অনেক ঝগড়া করে শেষে বলে, 'তুমি না যাও, আমি নিজেই যাব।'

কাজেই জেলে আর কী করে, আবার সমুদ্রের ধারে গিয়ে মাছকে ডাকল, 'বোয়াল মাছ, বোয়াল মাছ, জেলেনি কী চায় শোন।'

'কী চায়?' মাছ জিজ্ঞাসা করল।

জেলে ভয়ে ভয়ে বলল, 'রানি হতে চায়।'

'তবে রানিই হবে।' বলে মাছ চলে গেল।

অমনি জেলের ছোটো দালান প্রকাণ্ড বড়ো রাজার বাড়ি হয়ে গেল। চারদিকে লোকজন। প্রকাণ্ড লোহার ফটকের কাছে তলোয়ার খুলে দাঁড়িয়ে আছে সিপাই। জেলে যেতেই সকলে তাকে সেলাম করে 'জয় মহারাজ, আসুন মহারাজ' বলে নিয়ে গেল ভিতরে। সেখানে মস্ত সভা জমেছে। কত বড়ো বড়ো লোক বসে আছে। তাদের সোনালি পোশাক ঝক্‌মক্ করছে। মাঝখানে উঁচু বেদিতে সোনার সিংহাসনে জেলেনি বসে আছে। তার চারপাশে নানা রঙের পোশাকে সেজে সখীরা সব দাঁড়িয়ে। সিংহাসনের উপর সোনারঙ চাঁদোয়াতে মুক্তার ঝালর। আর সভার চারদিকে কতই রঙ-বেরঙের রেশমি কাপড়, জরির ঝালর, ঝাড়লণ্ঠন সব ঝক্‌ঝক্ করছে। জেলে জেলেনিকে বলল, 'এখন সন্তুষ্ট হয়েছ ত? এর চেয়ে আর কী বেশি হতে পারে!'

কিন্তু যার লোভ বেশি, সে কিছুতেই সুখী হয় না। যত পায়, আরও তত চায়। রানি হয়ে জেলেনি সুখী হল না। সে পৃথিবীর রানি হয়েছে, চাঁদ সূর্যের রানি হয়ে দেখেনি। এখন সে আকাশের রানি হতে চায়। সে জেলেকে আবার মাছের কাছে যাবার জন্য ধরল।

জেলে বলল, 'দেখ, বেশি বাড়াবাড়ি ভালো না। আমি যাচ্ছি, কিন্তু যদি কিছু মন্দ হয়, শে আমাকে দোষ দিতে পারবে না।' জেলে আবার সমুদ্রের ধারে গিয়ে মাছকে ডাকল, 'বোয়াল মা বোয়াল মাছ।'

'আবার কেন?' মাছ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

জেলে বলল, 'জেলেনি এবার চাঁদ সূর্যের রানি, আকাশের রানি হবে।'

তা শুনে মাছ বলল, 'তবে আবার সে তার সেই ভাঙা কুঁড়েতেই ফিরে যাক।'